যুগান্তর

তারিখ ... 19 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ .....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে পিয়ার ইন্সপেকশন চালু

যুগান্তর রিপোর্ট

'পিয়ার ইন্সপেকশন' নামে নতুন পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন এ ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ উপলক্ষে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন এ ব্যবস্থা একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সংখ্যাগত উন্নয়ন করেছি। গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষার মানগত উন্নয়নের সংগ্রামে লিপ্ত আছি। এ সংগ্রাম এগিয়ে নিতেই পিয়ার ইন্সপেকশন কার্যক্রম এখন শুরু করলাম।

ওই অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এছাড়া পিয়ার ইন্সপেকশন, এ সংস্থার ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপস এবং ওয়াইফাই জোন উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে। এর আগে সকাল ৯টায় রাজধানীর মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজে পিয়ার ইন্সপেকশনের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়। দেশের ৫ শতাধিক স্কুলের মধ্যে পিয়ার ইন্সপেকশনের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শেষে ভুলত্রুটি চিহ্নিত করা হবে। এরপরই এ নতুন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। পিয়ার ইন্সপেকশন হচ্ছে সমজাতীয় পরিদর্শন। একই ধরনের এক প্রতিষ্ঠানের প্রধানশিক্ষক বা অধ্যক্ষকে দিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা। এ ধরনের শিক্ষকরা নিজের প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতার আলোকে অন্য প্রতিষ্ঠান একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় কতটুকু সঠিক বা বেঠিকভাবে করছেন, তা মূল্যায়ন ও যাচাই করবেন। পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। তা শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে ডিআইএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও দেখবেন। এরই ভিত্তিতে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষাকৃত উন্নতির পরামর্শ দেয়া হবে। দেশের প্রায় ৩৬ হাজার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আওতায় আসবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা বলছেন, সারা দেশে প্রায় এ বিশালসংখ্যক প্রতিষ্ঠান ডিআইএ'র কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিয়মিত পরিদর্শন করা সম্ভব হচ্ছে না। একটি প্রতিষ্ঠানে একবার গেলে পরে সেখানে যেতে কমপক্ষে ১০-১২ বছর লাগে। অথচ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান প্রতি বছরই পরিদর্শন করা প্রয়োজন। এ কারণেই এ নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও প্রতিষ্ঠিত হবে। রোববারের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, এ কর্মসূচিতে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই নিজেদের পরিদর্শন করবে। নিজেদের ভালো-খারাপ, ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজেরাই খুঁজে বের করবে। ফলে অন্য প্রতিষ্ঠানের ভালো বিষয় নিজের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানোন্নয়নে অনুসরণের সুযোগ থাকবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, ডিআইএ'র মাধ্যমে বছরে গড়ে এক হাজার ৭০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্ভব। কিন্তু এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় ৩৬ হাজার। এ হিসাবে সবক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে প্রায় ২০ বছর লেগে যাবে। কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নিয়মিত পরিদর্শন দরকার। এ চিন্তা থেকেই 'পিয়ার ইন্সপেকশন' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন। সভাপতিত্ব করেন ডিআইএ পরিচালক অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদ ভূঁইয়া। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপ-পরিচালক বিপুলচন্দ্র সরকার।